ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০৭৮
আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬২তম পর্ব
রাজ্যে এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার তার সাধ্যমত সাহায্য করে নানা সমস্যা দূর করে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চায়। রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষদের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে গিয়ে অযথা অর্থব্যয় না করাই ভালো। রাজ্যেই এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিমেডিসিন পরিষেবার সহায়তায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া যেতে পারে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬২তম পর্বে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ নেন। সম্প্রতি এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় প্রয়াত হন আনন্দনগর দশ নম্বর পাড়ার অনুকুল দাসের সন্তান। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে মুখ্যমন্ত্রী আজ সহায়তা হিসেবে অনুকুল দাসের হাতে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। অমরপুর মহকুমার পশ্চিম তৈচলং গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র বিজনকন্যা মলসমের ছেলে এসেছে তার পিতার চিকিৎসার সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিজনকন্যার দ্রুত চিকিৎসার এবং সমস্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। খোয়াই জেলার গণকি থেকে স্বপন পাল এসেছেন তার মেয়ের জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এবং ধর্মনগরের বিশ্বজিৎ ধর এসেছেন তার জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগের চিকিৎসাজনিত সহায়তায় জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের এই দু'জনের দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। খোয়াই থেকে আগত সুসেন দেব এসেছেন তার স্ত্রীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, উদয়পুরের বাগমা থেকে বিশ্বজিৎ পাল এসেছেন তার কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য।

*****২য় পাতায়

এছাড়া আগরতলার এমবিবি কলেজ এলাকার শ্যামলিকন্যা জমাতিয়া, আগরতলার দক্ষিণ জয়নগরের বিষ্ণুপ্রিয়া সুত্রধর তার বাবার হৃদরোগের চিকিৎসা, আগরতলার রামনগরের হেনা বেগম তার স্বামীর চিকিৎসা, আগরতলার মিলনচক্রের রত্না গুপ্তা তার ছেলের চিকিৎসা, সিঙ্গারবিলের দীঘালিয়ার মনমোহন সাহা তার হৃদরোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন ও সাহায্য করার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন এবং উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ডা. সমিত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, সদর মহকুমার এসডিএম মানিকলাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

*****